২০২১ সাল ২৮ এপ্রিল ১৫ই রমজান, রাত ৩.৩০ মিনিটে সাহরি খেয়ে অপেক্ষা করতেছি ফজর নামাজের জন্য।স্ত্রীর সাথে কথপকথন আবহাওয়া তীব্রতা মোটামুটি গরম।বললাম একটু খানি বৃষ্টি দিলে হয়তো ভাল হতো। এমন্তবস্তায় ফজর নামজের আজান হচ্ছে । ওযু করে ফজর নামাজ আদায় করে ঘুমাতে গেলাম। সকাল ৭.১০ মিনিটে ঘুম থেকে উঠলাম,ভাবলাম রমজান মাস এখন কি করি। যা হবার তাই কম্পিউটারে বসলাম।ভাবলাম কি করা যায় মাথায় বুদ্ধি আমার লিখা কিছু কবিতা আছে মনের মধ্যে দোলা দিচ্ছে আপলোড করা যাক,কোথায় করবো ফেসবুকে, না ইউটিবে,না টুইটারে, অবশেষে শিক্ষক বাতায়নে। তাই করতেছি আপলোড করলাম পর পর দুটি প্রথমটি “শিলাবৃষ্টি”,২য়টি “সিগারেট”। আপলোড শেষ হতেই না হতেই বিদ্যুৎ ফুস।জানালার দিকে তাকালাম দেখলাম আকাশ মেঘলা গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। যাই হোক মনে শান্তি আসতে লাগলো রাতের কথাটি যেন সত্যি হলো। সোফায় শুয়ে শিক্ষক বাতায়নে লগিং করে আমার নিজ প্রোফাইলে প্রবেশ করলাম। আমার ৫ বছরে ছেলে ঘুম থেকে উঠে এসে আমাকে বললো বাবা তুমি কি কর? আমি বললাম বাবা মোবাইল চালাই । তারপর সে চলে গেল আমি মোবাইলের দিকে মনোযোগ দিলাম। হঠাত সোফা কাপতে লাগলো। ভাবলাম ছেলেটি মনে হয় সোফায় লাফাইতেছে। ফিরে তাকালাম কিন্তু সে তো নেই। মনে প্রশ্ন? কাঁপতেছে কেন? উঠে বসলাম আমার প্রিয়তমা স্ত্রী পাশের রুমে চিৎকার দিয়ে বলতেছে ভুমিকম্প! ভুমিকম্প, ভুমিকম্প হইতেছে। তখনতো বুঝে ফেললাম তাইতো ভুমিকম্প। অবশেষে সৃষ্ঠিকর্তার কৃপায় ৬.১ মাত্রার ভুমিকম্প দেশের ভূপৃষ্ঠ দিয়ে অতিক্রম করলো। মহামারির উপর অপর একটি মহামারি হলেই হতে পারতো। হয়তোবা মহান সৃষ্ঠিকর্তা ভেবেছিল মানুষের মাঝে আর কত দূর্যোগ দিবো,কত কষ্ঠ দিবো? সে জন্য হয়তোবা আমরা বেঁচে গেলাম। তাই সৃষ্টি কর্তার শুকরিয়া আদায় করা একান্ত জরুরি।

মোঃ মানিক মিয়া

সহকারি শিক্ষক

কচুরগুল উচ্চ বিদ্যালয়।